‘গোয়েন্দাকাহিনি পাঠের ভূমিকা’ শীর্ষক স্বল্পমেয়াদী কোর্স সমাপ্তি সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা, অনুবাদ ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র এবং মানববিদ্যা অনুষদের যৌথ উদ্যোগে ‘গোয়েন্দাকাহিনি পাঠের ভূমিকা’ শীর্ষক একটি স্বল্পমেয়াদী অনলাইন কোর্সের আয়োজন করা হয়েছিল। সময়সীমা ছিল – ১৫ জানুয়ারি থেকে ৬ মার্চ, ২০২২। আট সপ্তাহে প্রতি শনি ও রবিবার করে মোট ষোলোটি ক্লাস এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কোর্সের টেকনিক্যাল সহায়ক ছিলেন টিমলিজ এডটেক লিমিটেডের কর্মীবৃন্দ।

কোর্সটির মূল উদ্দেশ্য ছিল, কোনো একটি টেক্সট্-এর সঙ্গে কীভাবে জড়িয়ে থাকে নানাবিধ বিষয়, যুক্তিসংগত অনুমানে কীভাবে সেগুলিকে চিহ্নিত করা যায়, কীভাবেই-বা সেই টেক্সট্টিকে বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেখে নিতে হয়, সেই টেক্সট্ কতখানি ঘাতসহ --- সেই চিন্তনকে উস্কে দেওয়া।

কোর্সটি মোট দুটি মডিউলে বিভক্ত ছিল --- তাত্ত্বিক পরিসর এবং সাহিত্যিক প্রয়োগ পরিসর। প্রতি মডিউল চারটি করে এককে বিন্যস্ত ছিল। অর্থাৎ, দুটি মডিউলের মোট আটটি একক ছিল এই কোর্সের পাঠ্যসূচি। কোর্সে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন ভারতের বিভিন্ন বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকবৃন্দ। ছিলেন মনস্তত্ত্ববিদ-ও। প্রতিদিনের ক্লাসের সময়সীমা ছিল দু’ ঘন্টা, যার শেষ তিরিশ মিনিট নির্ধারিত ছিল প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য।

মোট চুয়ান্ন জন এই কোর্সে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই ছিলেন কোনো স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিংবা গোয়েন্দাকাহিনি বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গবেষণারত। সিংহভাগ অংশগ্রহকারী প্রতি শনি ও রবিবারের ক্লাসে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করতেন। কোর্সের নিয়মানুযায়ী একটি MCQ-ধর্মী পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল এবং কোর্স শেষে সফল সমস্ত অংশগ্রহণকারীকে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা, অনুবাদ ও সংস্কৃতি চর্চা এবং মানববিদ্যা অনুষদের পক্ষ থেকে ই-শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রায় সমস্ত অংশগ্রহণকারী-ই ফিডব্যাক ফর্মে জানান যে, এই কোর্স করে তাঁরা উপকৃত হয়েছেন এবং ভবিষ্যতে তাঁরা এইধরনের কোর্সে যোগদান করতে বিশেষভাবে আগ্রহী।

অনামিকা দাস

কোর্স কোঅর্ডিনেটর

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়